বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলের
বার্ষিক অডিট রিপোর্ট
২০০৫-২০০৬

বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প সমূহের হিসাব সম্পর্কিত

বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

(বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট ১১টি প্রকল্প সম্পর্কিত)

প্রথম খন্ড

(ম্যানেজমেন্ট ইস্যু এবং অডিট ফাইন্ডিংস)

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলের কার্যালয়, ঢাকা।

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলের মন্তব্য --- -- ১

মহাপরিচালক, বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তরের মন্তব্য --- ... ৩

প্রথম অধ্যায়

অডিট বিষয়ক তথ্য ৫-৬

অডিট আপত্তিসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ৭

অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ ৮

সুপারিশ ৮

দ্বিতীয় অধ্যায়

অডিট ফাইন্ডিংস --- -- ৯-২৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১২৮ অনুচ্ছেদ এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এ্যাডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট (১৯৭৪ সনের ২৪ নম্বর আইন, ১৯৭৫ সনের সংশোধনীসহ) অনুযায়ী বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ১১টি প্রকল্পের ২০০৫-২০০৬ ও তৎপূর্ববর্তী অর্থ বৎসরের হিসাব বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর পক্ষে বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক পরীক্ষা করতঃ ১৩টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম সম্পর্কিত আপত্তি এ অডিট রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ সকল আপত্তি সমূহের জড়িত অনিয়মের আর্থিক সংশ্লেষ ৪৮ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা এবং ৭৭ লক্ষ মার্কিন ডলার। এ সকল গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক অনিয়ম উত্থাপনে বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক গভর্ণমেন্ট অডিটিং স্ট্যান্ডার্ডস, অডিট কোড, অডিট ম্যানুয়েল এবং প্রচলিত বিধি বিধান ইত্যাদি যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে। অডিট ফাইন্ডিংস প্রথম খন্ডে এবং পরিশিষ্ট দ্বিতীয় খন্ডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

স্বাক্ষরিত

২৬/৪/১৪১৫ বঙ্গাব্দ

তারিখ- ১০/৮/২০০৮ খ্রিষ্টাব্দ

(মোহাম্মদ জাকির হোসেন)
মহাপরিচালক
বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর
ঢাকা।

প্রথম অধ্যায়

অডিট বিষয়ক তথ্য (Information About Audit) ঃ

❑ নিরীক্ষিত প্রকল্পসমূহ (Audited Projects):

১। ঈশ্বরদী বাঘাবাড়ী সিরাজগঞ্জ-বগুড়া ২৩০ কেভি ট্রান্সমিশন লাইন প্রকল্প।

২। বৃহত্তর চট্টগ্রাম বিদ্যুৎ বিতরণ প্রকল্প।

৩। ১২টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির সম্প্রসারণ ও ঘনায়ন প্রকল্প।

৪। ৯ শহর বিদ্যুৎ বিতরণ প্রকল্প।

৫। ২১০ মেঃ ওঃ সিদ্ধিরগঞ্জ পাওয়ার ষ্টেশন প্রকল্প।

৬। খুলনা ঈশ্বরদী এবং বগুড়া বড়পুকুরিয়া ২৩০ কেভি ট্রান্সমিশন লাইন প্রকল্প।

৭। ১০ শহর বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প।

৮। ১৫টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির সম্প্রসারণ ও ঘনায়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)।

৯। সৌর শক্তির মাধ্যমে পল্লী বিদ্যুতায়ন প্রকল্প।

১০। ঢাকা ক্লিন ফুয়েল প্রজেক্ট (জিটিসিএল অংশ)।

১১। মধ্যপাড়া কঠিন শিলা খনি প্রকল্প।

❑ অডিট বৎসর (Audited Year) ঃ

উল্লিখিত প্রকল্পসমূহের নিরীক্ষার অর্থ বৎসরঃ

- ❖ ২০০৫-২০০৬
- ❖ ২০০৪-২০০৫

❑ অডিট কাল (Period of Audit) ঃ

১. ৩০/১০/২০০৬ হতে ০১/১১/২০০৬ তারিখ পর্যন্ত।
২. ২২/০৬/২০০৭ হতে ১২/০৭/২০০৭ তারিখ পর্যন্ত।
৩. ২২/০৯/২০০৬ হতে ২৮/০৯/২০০৬ তারিখ পর্যন্ত।
৪. ০৬/০৬/২০০৬ হতে ২২/০৬/২০০৬ তারিখ পর্যন্ত।
৫. ০৮/০৬/২০০৭ হতে ১৮/০৬/২০০৭ তারিখ পর্যন্ত।
৬. ২২/০৪/২০০৭ হতে ২৬/০৪/২০০৭ তারিখ পর্যন্ত।
৭. ২৪/০১/২০০৭ হতে ২৮/০১/২০০৭ তারিখ পর্যন্ত।
৮. ১১/১২/২০০৫ হতে ০৮/০১/২০০৬ তারিখ পর্যন্ত।
৯. ১২/০৯/২০০৬ হতে ১৬/১০/২০০৬ তারিখ পর্যন্ত।
১০. ১৬/০১/২০০৭ হতে ২৫/০১/২০০৭ তারিখ পর্যন্ত।
১১. ১১/০৭/২০০৬ হতে ২০/০৭/২০০৬ তারিখ পর্যন্ত।

❑ অডিটের প্রকৃতি (Nature of Audit):

আর্থিক (Financial) ও মান অনুসরণ (Compliance) অডিট

❑ অডিটের উদ্দেশ্য (Objectives of Audit) :

- ডিপিপি/ডিসিএ মোতাবেক প্রাপ্ত সম্পদের ব্যবহার সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া।
- সরকারী সম্পদের অপচয়, চুরি, ঘাটতি, ক্ষতি ইত্যাদি নিরূপণ এবং রাজস্ব (আয়কর/ভ্যাট) আদায় ও সরকারী কোষাগারে জমা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া।
- আর্থিক/ভান্ডার, অব্যবস্থাপনার বিষয়াদি চিহ্নিত করা এবং সরকারী আর্থিক শৃংখলা নিশ্চিত করণ।

❑ অডিট পদ্ধতি (Audit Methodology):

- সংশ্লিষ্ট প্রকল্প সমূহ অডিটের জন্য নির্বাচনের পর প্রকল্প পরিচালকের অফিস হতে নিম্নোক্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়ঃ-
- আর্থিক বিবরণী।
- ডিপিপি/টিএপিপি/ডিসিএ।
- অর্থ ছাড়পত্র (এডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী)।
- প্রকল্পের ব্যাংক বিবরণী।
- প্রয়োজনীয় অন্যান্য তথ্যাদি বিশ্লেষণ।

উপরে বর্ণিত ও প্রাসংগিক অন্যান্য তথ্যাদি বিশ্লেষণ এবং পরীক্ষামূলক স্থানীয় নিরীক্ষা।

অডিট আপত্তিসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

অনুচ্ছেদ নং	শিরোনাম	জড়িত টাকা
	বিদ্যুৎ বিভাগ অংশঃ	
১।	আয়কর ও ভ্যাট আদায় না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	৬০ লক্ষ টাকা
২।	পিপিআর-২০০৩ এর বিধি/শর্ত লঙ্ঘনের মাধ্যমে খরচ করা হয়েছে।	৮ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা
৩।	পিপিআর-২০০৩ যথাযথভাবে অনুসরণ ব্যতীরেকে প্রকল্পের শেষ সময়ে মালামাল ক্রয়ে অনিয়মিত ব্যয়।	১৫ লক্ষ টাকা
৪।	ঠিকাদারকে চুক্তির অতিরিক্ত পরিশোধে ক্ষতি।	৪৮ লক্ষ টাকা
৫।	পিপি বহির্ভূত ওভারহেড চার্জ অনিয়মিত খরচ ।	৩ কোটি ২ লক্ষ টাকা
৬।	সর্বনিম্ন দরদাতাকে কাজ প্রদান না করায় প্রকল্পের ক্ষতি।	৩ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা
৭।	জিওবি খাতের অব্যয়িত অর্থ সরকারী হিসাবে জমা করা হয়নি।	১১ লক্ষ টাকা
৮।	পিপিআর-২০০৩ এর প্রবিধান অনুসরন না করে অনিয়মিতভাবে নির্মাণ খরচ।	২১ লক্ষ টাকা
৯।	উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন পরিহার করার জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চুক্তির মাধ্যমে মালামাল ক্রয় করা হয়েছে যা গুরুতর আর্থিক অনিয়ম।	২৬ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা
১০।	ত্রুটিযুক্ত ব্যবহার অযোগ্য সিংগেলফেজ এনার্জি মিটার ক্রয়ে ক্ষতি।	৩৯ লক্ষ টাকা
১১।	ত্রুটিপূর্ণ মালামাল ক্রয়ের/সংগ্রহের জন্য ক্ষতি।	৪ কোটি ৫ লক্ষ টাকা
	জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ অংশঃ	
১২।	আয়কর ও ভ্যাট বাবদ ঠিকাদারের নিকট হতে আদায় না করায় রাজস্ব ক্ষতি।	২২ লক্ষ টাকা
১৩।	বর্ধিত সময়ে (৩য় বার) অবশিষ্ট কাজ সম্পন্ন করতে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও এলডি কর্তন না করায় ক্ষতি।	৭৭ লক্ষ মার্কিন ডলার
	সর্বমোট	**৪৮ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা এবং ৭৭ লক্ষ মার্কিন ডলার**
	কথায়ঃ- আটচল্লিশ কোটি পনের লক্ষ টাকা এবং সাতাত্তর লক্ষ মার্কিন ডলার।	

অনিয়ম ও ক্ষতি সমূহের কারণ (Causes of Irregularities and Losses):

- কার্যকর পরিকল্পনার অভাব।
- ডিপিপি/ডিসিএ'র বহির্ভূত ব্যয়।
- সরকারী আর্থিক বিধি-বিধান লংঘন।
- ক্রয়/নিয়োগ সংক্রান্ত বিধান লংঘন।

সুপারিশ (Recommendation):

- প্রকল্পের অব্যয়িত অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।
- রাজস্ব আদায় করে তা নিকটস্থ সরকারী কোষাগারে জমা দেয়ার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।
- অনুমোদিত পি পি'র মধ্যে যাবতীয় ব্যয় সীমাবদ্ধ রাখা আবশ্যক।
- দক্ষ জনবল গড়ে তোলার লক্ষ্যে নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা আবশ্যক।
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ এবং অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করা আবশ্যক।
- সকল ক্ষেত্রে অনিয়ম সমূহের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক।
- ক্রয়/জনবল/পরামর্শক নিয়োগ/ভান্ডার ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সরকারী/উন্নয়ন সহযোগীর নিয়মনীতি অনুসরণ করা আবশ্যক।
- নিরীক্ষার নিকট নিরীক্ষাযোগ্য কাগজপত্র উপস্থাপন নিশ্চিত করা আবশ্যক।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অডিট ফাইন্ডিংস

বিদ্যুৎ বিভাগ অংশ

অনুচ্ছেদ ১ঃ আয়কর ও ভ্যাট আদায় না করায় সরকারের ৬০ লক্ষ টাকা রাজস্ব ক্ষতি।

বিবরণঃ

- ✓ বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন ৩টি প্রকল্প অফিস নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, (১) পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ কর্তৃক বাস্তবায়িত ঈশ্বরদী, বাঘাবাড়ী, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া ২৩০ কেভি ট্রান্সমিশন লাইন প্রকল্পের ঠিকাদারের বিল হতে আয়কর ও ভ্যাট ১৯.৯১ লক্ষ টাকা, (২) পিডিবি কর্তৃক বাস্তবায়িত বৃহত্তর চট্রগ্রাম বিদ্যুৎ বিতরণ প্রকল্পের পরামর্শকের বিল হতে আয়কর ও ভ্যাট বাবদ ১০.০৮ লক্ষ টাকা এবং (৩) পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত ১২টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির সম্প্রসারণ ও ঘনায়ন প্রকল্পের সরবরাহকারীর বিল হতে আয়কর ও ভ্যাট ৩০.৪৭ লক্ষ টাকা সর্বমোট ৬০.৪৬ লক্ষ টাকা আদায় না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।
- ✓ বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট-১-১/১,২-২/১ ও ৩-৩/১।
- ✓ সর্ব জনাব মোঃ রুহুল আমীন, এ,এইচ,এম আমিনুল ইসলাম এবং মোঃ রেজাউল হক ভূঞা, প্রকল্প পরিচালক এর দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাবঃ

- ✓ (১) আয়কর ও ভ্যাট ২০০৫-০৬ অর্থ বৎসরে দেখানো হয়নি। উক্ত বৎসরের আয়কর ও ভ্যাট জমা করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- ✓ (২) চুক্তি অনুযায়ী কর্তন করা হয়েছে।
- ✓ (৩) রুল-৩১, ১৯৯১ মূল্য সংযোজন কর আইন অনুসারে স্থানীয় সরবরাহকারী আন্তর্জাতিক দরপত্রে অংশ গ্রহণ করলে উক্ত সরবরাহকারীর নিকট হতে আয়কর ও ভ্যাট কর্তনযোগ্য নয়।

অডিটের মন্তব্যঃ

- ✓ (১) সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।
- ✓ (২) চুক্তির Clause No নং- ৯.৪ অনুযায়ী ৫% আয়কর এবং ৫.২৫% ভ্যাট পরামর্শক এর বিল হতে আদায়যোগ্য।
- ✓ (৩) বাংলাদেশ গেজেট (অতিরিক্ত) তাংঃ ১০-০৬-২০০৪ দ্বারা ভ্যাট অর্ডিন্যান্স ১৯৯১ এর রুল- ৩১ এর উক্ত সুবিধা রহিত করা হয়েছে।

অডিটের সুপারিশ

- ✓ অবিলম্বে আয়কর ও ভ্যাট আদায় করে সরকারী হিসাবে জমা প্রদান করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ২ঃ পিপিআর-২০০৩ বিধি/শর্ত লঙ্ঘনের মাধ্যমে টাকা ৮ কোটি ৫৯ লক্ষ খরচ করা হয়েছে।

বিবরণঃ

- ✓ বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিপিডিবি) কর্তৃক বাস্তবায়িত "৯ শহর বিদ্যুৎ বিতরণ প্রকল্প" এর ২০০৪-০৫ আর্থিক বৎসরের হিসাব ০৬-৬-২০০৬ হতে ২২-০৬-২০০৬ তারিখ পর্যন্ত সময়ে অডিট করা হয়। অডিটকালে প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয় মতিঝিল, ঢাকায় আনুষাঙ্গিক সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র নিরীক্ষান্তে দেখা যায় যে,
- ✓ (ক) কর্তৃপক্ষ সিপিটিইউ ওয়েবসাইটে বিজ্ঞাপন প্রদান ব্যতিরেকে ৭,৬৫,৯১,৮৫০.০০ টাকার বৈদ্যুতিক সাজসরঞ্জাম/যন্ত্রপাতি সরবরাহের কাজ ঠিকাদার/সরবরাহকারীকে প্রদান করেছেন (বিস্তারিত বিবরণী পরিশিষ্ট-৪)।
- ✓ পিপিআর-২০০৩ এর ২১(২) ধারামতে ১ কোটি টাকা বা তদূর্ধ্ব টাকার প্রকিউরমেন্টের জন্য সিপিটিইউ ওয়েব সাইটে বিজ্ঞাপন দেয়া আবশ্যক যা প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পালিত হয়নি।
- ✓ (খ) পিপিআর-২০০৩ এর ৩১(২) ধারা মোতাবেক টিইসি এর ৫ জন সদস্যের মধ্যে ন্যূনতম ২ জন সদস্য Procuring Entity–র বহির্ভূত হতে হবে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ একই Procuring Entity হতে ৫ জন সদস্য মনোনীত করেছেন। ফলে পিপিআর-২০০৩ এর ৩১(২) ধারা লংঘন করে ৯৩,৫৬,১৩৫.০০ টাকার কাজ প্রদান করা হয়েছে। (বিস্তারিত বিবরণী পরিশিষ্ট-৫)।
- ✓ জনাব এ এম খোরশেদুল আলম ঐ সময় প্রকল্প পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাবঃ

- ✓ (ক) সিপিটিইউ ওয়েব সাইট এর পরিচালক (প্রশাসন) এর কার্যালয়ে বিষয়টি পাঠানো হয়েছিল মর্মে তাৎক্ষনিক জবাবে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন।
- ✓ (খ) জবাবে কর্তৃপক্ষ জানান যে, ২১-১০-২০০৪ তারিখ এর পূর্বে বোর্ড কর্তৃক টিইসি গঠন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল এবং উক্ত তারিখের পর হতে পিপিআর-২০০৩ অনুসরণ করা হচ্ছে।

অডিটের মন্তব্যঃ

- ✓ (ক) কর্তৃপক্ষ তাৎক্ষণিক জবাবের স্বপক্ষে কোন কাগজপত্র প্রদর্শন করতে পারেনি বিধায় জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত হয়নি।
- ✓ (খ) কর্তৃপক্ষের জবাব সন্তোষজনক নয় কারণ পিপিআর-২০০৩, সেপ্টেম্বর-২০০৩ হতে কার্যকর হয়েছে।

অডিটের সুপারিশ

দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করে অডিটকে অবহিত করার জন্য ব্যবস্থা নেয়া আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ৩ঃ পিপিআর-২০০৩ যথাযথভাবে অনুসরণ না করে প্রকল্পের শেষ সময়ে মালামাল ক্রয়ে ১৫ লক্ষ টাকা অনিয়মিত ব্যয়।

বিবরণঃ

- ✓ বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এর ২১০ মেঃ ওঃ সিদ্ধিরগঞ্জ পাওয়ার ষ্টেশন প্রকল্পের ২০০৫-২০০৬ সালের হিসাব ০৮-০৬-০৭ হতে ১৮-০৬-০৭ সময়ে নিরীক্ষা করা হয়।
- ✓ নিরীক্ষা কালে প্রকল্প পরিচালকের অফিসে বিল ভাউচার/ক্যাশ বহি এবং অন্যান্য কাগজপত্র হতে পরিলক্ষিত হয় যে, পিপিআর-২০০৩ অনুসরণ না করে এবং প্রয়োজন ছাড়া যন্ত্রপাতি এবং আসবাবপত্র ক্রয় করা হয়েছে। (বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট-৫/১) ।
- ✓ পিপিআর ২০০৩ এর প্রবিধান ১৬ (৪) মোতাবেক Procurement Plan ২০০৫-২০০৬ অর্থ বছরের জন্য প্রস্তুত করা হয়নি। প্রবিধান ৩০ (২) মোতাবেক Tender Opening Report প্রণয়ন করা হয়নি।
- ✓ দরপত্র বিজ্ঞপ্তির সংবাদপত্রের কপি কর্তৃপক্ষ অডিটে উপস্থাপন করতে পারেনি।
- ✓ তাছাড়া প্রকল্প ৩০-০৬-০৬ খ্রিঃ তারিখে সমাপ্ত হলেও সমাপ্তির শেষ সময়ে ২টি ফটোকপিয়ার মেশিন, ২টি কম্পিউটার এবং ফার্নিচার ক্রয় করা হয়েছে যা প্রকল্পের কাজে ব্যবহারের সুযোগ ছিল না।
- ✓ সর্বজনাব মোঃ শাহ আলম এবং মকবুল হোসেন প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে ছিলেন।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাবঃ

- ✓ প্রতিবেদন পাওয়ার পর জবাব প্রদান করা হবে।

অডিটের মন্তব্যঃ

- ✓ সংঘটিত কাজ আর্থিক বিধির পরিপন্থী।
- ✓ প্রকল্পের শেষ সময়ে ক্রয়কৃত মালামাল ব্যবহারের সুযোগ না থাকায় সরকারে রাজস্ব ক্ষতি সাধন করা হয়েছে।

অডিটের সুপারিশ

- ✓ দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করে অডিটকে অবহিত করার জন্য ব্যবস্থা নেয়া আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ৪ঃ ঠিকাদারকে চুক্তির অতিরিক্ত ৪৮ লক্ষ টাকা পরিশোধে ক্ষতি।

বিবরণঃ

- ✓ বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এর ২১০ মেঃ ওঃ সিদ্ধিরগঞ্জ পাওয়ার ষ্টেশন প্রকল্পের ২০০৫-২০০৬ সালের হিসাব ০৮-০৬-০৭ হতে ১৮-০৬-০৭ তারিখ পর্যন্ত সময়ে অডিট করা হয়। অডিট কালে প্রকল্পের বিল ভাউচার, ক্যাশ বহি ও অন্যান্য রেকর্ড পত্র হতে দেখা যায় যে, বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ (লট নং ১২) কাজের কার্যাদেশ নং ৩২৬/লট-১২/০০/২১৫, তাং-২৪-০১-২০০০ এর মাধ্যমে ১,৩৫,১২,৭৩৬.০০ টাকার কার্যাদেশ মেসার্স চৌধুরী কনষ্ট্রাকশন এন্ড কোং কে প্রদান করা হয়েছিল।
- ✓ কিন্তু প্রকল্প কর্তৃপক্ষ বিল নং ১৬ তাং- ৩০-১০-০৫ এর মাধ্যমে ঠিকাদারকে সর্বমোট ১,৮৩,২৩,৯৩৩.০০ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।
- ✓ ফলে ৪৮,১১,১৯৭.০০ টাকা (১,৮৩,২৩,৯৩৩-১,৩৫,১২,৭৩৬) ঠিকাদারকে অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়েছে । (বিস্তারিত বিবরণী পরিশিষ্ট-৬)
- ✓ জনাব মোঃ শাহ আলম, প্রকল্প পরিচালক এবং জনাব মোঃ নাছরুল হক, সহঃ পরিচালক উক্ত পরিশোধের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাবঃ

- ✓ প্রতিবেদন পাওয়ার পর জবাব প্রদান করা হবে।

অডিটের মন্তব্যঃ

- ✓ চুক্তির অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধে সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

অডিটের সুপারিশ

- ✓ অর্থ আদায় করে সরকারী কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ৫ঃ পিপি বহির্ভূত ওভারহেড চার্জ বাবদ ৩ কোটি ২ লক্ষ টাকা অনিয়মিত খরচ।

বিবরণঃ

- ✓ বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত "৯ শহর বিদ্যুৎ বিতরণ প্রকল্প" এর ২০০৪-০৫ অর্থ বছরের হিসাব ০৬-৬-২০০৬ হতে ২২-০৬-২০০৬ তারিখ পর্যন্ত সময়ে অডিট করা হয়।
- ✓ অডিটকালে প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয় মতিঝিল, ঢাকায় আনুষাঙ্গিক সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, প্রকল্প কর্তৃপক্ষ অনিয়মিতভাবে ৩০২.২০ লক্ষ টাকা হেড কোয়ার্টার এর ওভারহেড খরচ হিসাবে চার্জ করেছেন যা প্রকল্প প্রোফরমা (পিপি) এর অন্তর্ভুক্ত নয়। প্রজেক্ট প্রোফরমায় এরূপ খরচের কোন প্রভিশন নেই।
- ✓ জনাব এ এম খোরশেদুল আলম এ সময় প্রকল্প পরিচালক হিসাবে দায়িত্বে ছিলেন।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাবঃ

- ✓ প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধনের পর অডিটকে অবহিত করা হবে।

অডিটের মন্তব্যঃ

- ✓ প্রজেক্ট প্রোফরমার প্রভিশনের বাইরে অনিয়মিত ভাবে খরচ করা হয়েছে।

অডিটের সুপারিশ

- ✓ ওভারহেড খরচ সমন্বয়/নিয়মিতকরণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ৬ঃ সর্বনিম্ন দরদাতাকে কাজ প্রদান না করায় প্রকল্পের ৩ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা ক্ষতি।

বিবরণঃ

- ✓ বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ পাওয়ার গ্রীড কোঃ লিঃ কর্তৃক বাস্তবায়িত "খুলনা ঈশ্বরদী এবং বগুড়া বড়পুকুরিয়া ২৩০ কেভি ট্রান্সমিশন লাইন" প্রকল্পের ২০০5-০৬ অর্থ বছরের হিসাব ২২/০৪/০৭ হতে ২৬/০৪/০৭ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়।
- ✓ প্রকল্প পরিচালক ঢাকা কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট রেকর্ড পত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রকল্প এলাকার নতুন সাব ষ্টেশন নির্মাণের জন্য ৪টি পূর্ব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ঠিকাদারকে টেন্ডারে অংশগ্রহন করার জন্য আহবান করা হলে ৪টি অফার পাওয়া যায়।
- ✓ অফার মূল্যায়ন রিপোর্টি হতে দেখা যায় যে, M/s Hyosung এবং মেসার্স ABB যথাক্রমে সর্বনিম্ন এবং ২য় সর্বনিম্ন দরদাতা হিসেবে গন্য হয়।
- ✓ সকল দরদাতার প্রস্তাবেই ত্রুটি বিচ্যুতি ছিল এবং কারো দরপত্রই সম্পূর্ণভাবে গ্রহনযোগ্য হিসাবে বিবেচিত হয়নি। ফলে পরবর্তীতে তাদের নিকট হতে ব্যাখ্যার প্রয়োজন দেখা দেয়।
- ✓ যথাযথ ব্যাখ্যা পাওয়ার পর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সর্ব নিম্ন দরদাতা M/s Hyosung এর ২টি সার্টিফিকেট সঠিক না হওয়ায় নন রেসপনসিভ হিসেবে গণ্য করা হয়। তবে ৫টি প্রত্যয়নের বিপরীতে M/s Hyosung এর জন্য ৩টি প্রত্যয়ন পত্র গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়।
- ✓ অন্যদিকে M/s ABB এর ক্ষেত্রে ব্যবহারকারীর কনফারমেশন সার্টিফিকেট অনুযায়ী ৫টির মধ্যে ২টি পাওয়া সত্ত্বেও Responsive হিসেবে গন্য করে।
- ✓ কিন্তু M/s Hyosung ৪টি দর দাতার মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর (২৪১) পেয়ে পূর্ব যোগ্যতা সম্পন্ন ঠিকাদার হিসাবে বিবেচিত এবং সর্ব নিম্ন ও ২য় সর্বনিম্ন দর পার্থক্য ৩ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা হলেও কর্তৃপক্ষ মেসার্স Hyosung কে কাজ প্রদান না করে মেসার্স ABB কে প্রদান করায় ৩,৫৯,৬৩,৫৪০.০০ টাকার ক্ষতি সাধিত হয় (বিস্ত ারিত বিবরণ পরিশিষ্ট-৭)।
- ✓ তাছাড়া আলোচ্য ক্রয় কার্যে সরকারী ক্রয় কমিটির নিকট হতে পূর্ব অনুমোদন গ্রহণ না করায় আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ বিধি লঙ্ঘন করা হয়েছে।
- ✓ উক্ত সময়ে জনাব পি কে রায় প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে ছিলেন।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাবঃ

- ✓ যদি কোন সনদ সঠিক প্রমানিত না হয় তবে দর নন রেসপনসিভ হিসাবে গণ্য করা হবে।

অডিটের মন্তব্যঃ

- ✓ জবাব সন্তোষজনক নয় কারন মেসার্স ABB এর ৫টির মধ্যে ২টি এবং মেসার্স Hyosung এর ৫টির মধ্যে ৩টি সনদ গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়েছে।
- ✓ অধিকন্তু মেসার্স Hyosung পিজিসিবি এর Pre Qualified কন্ট্রাক্টর এবং কারিগরি ও আর্থিক দিক হতে এ প্রতিষ্ঠানটি সর্বাধিক যোগ্যতা সম্পন্ন ছিল।

অডিটের সুপারিশ

- ✓ উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ যথাযথভাবে তদন্ত করে দায় দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক বিভাগীয় ব্যবস্থাসহ ক্ষতির অর্থ আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ৭ঃ জিওবি খাতের ১১ লক্ষ টাকা সরকারী হিসাবে জমা করা হয়নি।

বিবরণঃ

✓ বিদ্যুৎ জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত ১০ শহর বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্পের ২০০৫-০৬ সালের অডিট ২৪-০১-০৭ হতে ২৮-০১-০৭ পর্যন্ত সময়ে সম্পন্ন করা হয়।

✓ অডিট কালে বগুড়া প্রকল্প অফিসের আর্থিক বিবরণী এবং ক্যাশ বই হতে দেখা যায় যে, ৩০-০৬০৬ তারিখে ১১.২৪ লক্ষ টাকা অব্যয়িত আছে। কিন্তু প্রকল্প কর্তৃপক্ষ অনিয়মিতভাবে তা সংরক্ষণ করেছেন।

✓ উক্ত সময়ে জনাব মোঃ আব্দুল হামিদ প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাবঃ

✓ আপত্তির প্রেক্ষিতে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ জনিয়েছে যে, আর্থিক বিবরণী সংশোধন করে অডিটের নিকট উপস্থাপন করা হবে।

অডিটের মন্তব্যঃ

✓ জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ অর্থ মন্ত্রণালয়ের অফিস আদেশ নং- MF/FD/Dev-1/MIS-46/2004/846 তাং- ২৯-১২-০৪ মোতাবেক আর্থিক বৎসর শেষে অব্যয়িত জিওবি অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা দিতে হবে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তা করা হয়নি।

অডিটের সুপারিশ

✓ জিওবি খাতের অব্যয়িত টাকা সরকারী হিসাবে জমা করা আবশ্যক।

৪—

অনুচ্ছেদ ৮ঃ পিপিআর-২০০৩ এর প্রবিধান অনুসরণ না করে অনিয়মিতভাবে নির্মান খরচ ২১ লক্ষ টাকা।

বিবরণঃ

- ✓ বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রনাধীন পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত Expansion & Intensification of 12 PBS প্রকল্পের ২০০৫-২০০৬ সালের হিসাব ২২-০৯-২০০৬ তারিখ হতে ২৮-০৯-২০০৬ তারিখ পর্যন্ত সময়ে অডিট করা হয়।
- ✓ উক্ত অডিট কালে পরিচালক (হিসাব) কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট নথিপত্র হতে দেখা যায় স্মারক নং আরইবি/সুপার ইন্ডিঃ/এমএনকে-১৩১/২০০৪/১১৭৫ তাং ২৬-০৭-২০০৪ এর মাধ্যমে মেসার্স জেনারেল ট্রেডার্স কে ৩৩/১১ কেভি এমভি এ সাবষ্টেশন নির্মাণের জন্য কার্যাদেশ প্রদান করা হয়।
- ✓ উক্ত কার্যাদেশ প্রদানে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি (TEC) পিপিআর-২০০৩ এর প্রবিধান ৩১ (২) মোতাবেক ২ জন সংগ্রহকারী সত্ত্বা বহির্ভূত সদস্য সমন্বয়ে গঠন করা হয়নি।
- ✓ প্রবিধান-২১ মোতাবেক দরপত্র বাংলা ও ইংরেজী জাতীয় পত্রিকায় প্রচার না হওয়ায় প্রতিযোগিতামূলক দর যাচাই হয়নি।
- ✓ প্রবিধান- ৩০(২) ও (৩) মোতাবেক দরপত্র খোলার কমিটি (TOC) ও প্রতিবেদন (TOS) প্রণয়ন করা হয়নি।
- ✓ প্রবিধান-৩৬(২) মোতাবেক নিরাপত্তা জামানতের সংস্থান রাখা হয়নি।
- ✓ প্রবিধান-১৩ মোতাবেক কাজের কারিগরী নির্দেশিকা তৈরী করা হয়নি।
- ✓ জনাব আশরাফুল ইসলাম সংশ্লিষ্ট সময়ে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী এর দায়িত্বে ছিলেন।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাবঃ

- ✓ পিপিআর-২০০৩ ব্যাপারে সম্যক ধারনা না থাকায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি।

অডিটের মন্তব্যঃ

- ✓ পিপিআর-২০০৩ এর প্রবিধান সমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করে নির্মাণ কাজ করা হয়নি।

অডিটের সুপারিশ

- ✓ অনিয়মিতভাবে কার্যাদেশ প্রদান করার দায় দায়িত্ব নির্ধারন করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ৯ঃ উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন পরিহার করার জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চুক্তির মাধ্যমে ২৬ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকার মালামাল ক্রয় করা হয়েছে যা গুরুতর আর্থিক অনিয়ম।

বিবরণঃ

✓ বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বিদ্যুৎ বিভাগের নিয়ন্ত্রনাধীন পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড ঢাকা কর্তৃক বাস্তবায়িত ১৫টি বিদ্যুৎ সমিতির সম্প্রসারণ ও ঘনায়ন ২য় পর্যায়ে প্রকল্পের ২০০৪-২০০৫ সালের হিসাব ১১-১২-০৫ হতে ৮-১-০৬ তারিখ পর্যন্ত সময়ে অডিট করা হয়।

✓ অডিট কালে পরিচালক, ক্রয় দপ্তরের চুক্তি নথি, বিড ডকুমেন্ট এবং অন্যান্য কাগজপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, প্রকল্প কর্তৃপক্ষ উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন এড়ানোর জন্য একই তারিখে খন্ড খন্ড চুক্তির মাধ্যমে ২৬,৭২,৯১,১৩৯.০০ টাকার কনডাক্টর (conductor) এবং ডিষ্ট্রিবিউশন ট্রান্সফরমার ক্রয় করেছে (বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট -৮)।

✓ উল্লেখ্য ২টি চুক্তির মাধ্যমে বি আর বি ইন্ডাষ্ট্রিজ কে ১২,১১,৩৩,৯৭১.০০ টাকার কনডাক্টর এবং ৪টি চুক্তির মাধ্যমে বিজয় ইলেকট্রিক্যালস লিঃ কে ১৪,৬১,৫৭,১৬৭.০০ টাকার ট্রান্সফরমার সরবরাহের জন্য একই তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। এক্ষেত্রে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করা হয়নি।

✓ উক্ত সময়ে জনাব তোরাব আলী আকুঞ্জী পরিচালক (সংগ্রহ) এর দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাবঃ

✓ প্রকল্পের মালামাল বিভিন্ন এবং বিভিন্ন আইএফবি এবং কার্যাদেশের মাধ্যমে মালামাল সংগ্রহ করা হয়েছে।

অডিটের মন্তব্যঃ

✓ উক্ত জবাব গ্রহণযোগ্য নয় কারণ উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন না নেয়ার জন্য একই দিনে ভিন্ন ভিন্ন আই এফ বি এবং ভিন্ন ভিন্ন কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। যা গুরুতর আর্থিক অনিয়ম।

অডিটের সুপারিশ

✓ দায় দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক অনিয়মিত খরচকে নিয়মিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ১০ঃ ত্রুটিযুক্ত ব্যবহার অযোগ্য ৩৯ লক্ষ টাকার সিংগেলফেজ এনার্জি মিটার ক্রয়ে ক্ষতি।

বিবরণঃ

- ✓ বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত Expansion & Intensification of 12 PBS Project এর ২০০৫-২০০৬ অর্থ বছরের হিসাব ২২-০৯-২০০৬ তারিখ হতে ২৮-০৯-২০০৬ তারিখ পর্যন্ত সময়ে অডিট করা হয়।
- ✓ উক্ত অডিট কালে পরিচালক (সংগ্রহ) এর কার্যালয়ের নথিপত্র হতে পরিলক্ষিত হয় যে, ৩৯,০১,৭৮৯.০০ টাকার ত্রুটিযুক্ত সিংগেলফেজ এনার্জি মিটার সংগ্রহ করা হয় যা ব্যবহার অযোগ্য। (বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট-৯)
- ✓ বিএসটিআই এর টেষ্ট রিপোর্টে উক্ত মিটার সমূহে ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় এবং টেষ্ট রির্পোটে উক্ত মিটার বিতরণ ও ব্যবহার না করার সুপারিশ করা হয়।
- ✓ জনাব তোরাব আলী আকুঞ্জী সংশ্লিষ্ট সময়ে পরিচালক (সংগ্রহ) এর দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাবঃ

- ✓ পরবর্তীতে জবাব দেয়া হবে।

অডিটের মন্তব্যঃ

- ✓ ত্রুটিপূর্ণ মাল ক্রয়ে প্রকল্পের ক্ষতি হয়েছে।

অডিটের সুপারিশ

- ✓ দায়দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক আলোচ্য ক্ষতির অর্থ আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ১১ঃ ত্রুটিপূর্ণ মালামাল ক্রয়ের/সংগ্রহের জন্য ৪ কোটি ৫ লক্ষ টাকা ক্ষতি।

বিবরণঃ

- ✓ বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত "সৌর শক্তির মাধ্যমে পল্লী বিদ্যুতায়ন" প্রকল্পের ২০০৫-২০০৬ অর্থ বছরের নিরীক্ষা ১২-৯-২০০৬ হতে ১৬-১০-২০০৬ পর্যন্ত সম্পন্ন হয়। অডিটে বিল ভাউচার এল/সি, সি/এস, কার্যাদেশ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র হতে দেখা যায় যে,
- ✓ মেসার্স রহিম আফরোজ লিঃ বাংলাদেশকে কার্যাদেশ নং REB/DP/IDA/IGSH-1.3 (1st trance)/2005/1952 dt. 9-6-05 এর মাধ্যমে ৪৮০০ টি SPVBAT-70AH এবং ২০০০টি SPVBAT-100AH স্টোরেজ ব্যাটারি সরবরাহ বাবদ ৪,০৪,৮৭,৪১৪/- টাকা (US$ ৫৯২৮৪০) প্রদান করা হয়।
- ✓ কিন্তু আরইবি এর নবায়নযোগ্য জ্বালানী পরিদপ্তরের পত্র নং পবিবো/বিঃ জ্বাঃ পঃ/কারি-১১/২০০৬/১৭৮ তাং ১৫-৫-০৬ তে উল্লেখ আছে যে, সরবরাহকৃত মালামাল গ্রাহক প্রান্তে ব্যবহার করা যাচ্ছে না।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাবঃ

- ✓ পরবর্তীতে জবাব প্রেরণ করা হবে।

অডিটের মন্তব্যঃ

- ✓ ত্রুটিপূর্ণ মালামাল সংগ্রহের মাধ্যমে ক্ষতি সাধন করা হয়েছে।

অডিটের সুপারিশ

- ✓ ক্ষতির টাকা আদায়ের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ অংশ

অনুচ্ছেদ ১২ঃ আয়কর ও ভ্যাট বাবদ ২২ লক্ষ টাকা ঠিকাদারের নিকট হতে আদায় না করায় রাজস্ব ক্ষতি।

বিবরণঃ

✓ বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্ভদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন পেট্রোবাংলার অধীন গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্প্বনী লিঃ কর্তৃক বাস্তবায়িত ঢাকা ক্লিন ফুয়েল প্রজেক্ট (জিটিসিএল অংশ) এর ২০০৫-০৬ অর্থ বছরের হিসাব ১৬-১-০৭ হতে ২৫-১-০৭ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়।

✓ নিরীক্ষাকালে প্রকল্প ব্যবস্থাপক এর কার্যালয়ের রেকর্ড পত্রাদি হতে দেখা যায় যে, মেসার্স ডি.কিউ.ই পাইপ বিজনেস জয়েন্ট ভেনচারকে পাইপ লাইন নির্মাণ কাজের বিপরীতে ২,৫৫,৪৮,৫১০.০০ টাকা অগ্রিম প্রদান করা হয়।

✓ কিন্তু ঠিকাদারকে প্রদত্ত অগ্রিমের উপর আয়কর ও ভ্যাট বাবদ ২১,৭১,৬২৩.৩৫ টাকা (আয়কর ১০,২১,৯৪০.৪০ + ভ্যাট ১১,৪৯,৬৮২.৯৫) আদায় করা হয়নি (বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট-১০)।

✓ আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা ৫২ মোতাবেক ঠিকাদারকে প্রদত্ত অগ্রিমের উপর আয়কর কর্তন করতে হবে।

✓ উক্ত সময়ে ইঞ্জিনিয়ার মোঃ সানোয়ার হোসেন চৌধুরী প্রকল্প ব্যবস্থাপক হিসাবে কর্মরত ছিলেন।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাবঃ

✓ মন্ত্রণালয়/পেট্রোবাংলা কর্তৃক আপত্তিকৃত অর্থ আদায়যোগ্য।

অডিটের মন্তব্যঃ

✓ সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।

অডিটের সুপারিশ

✓ আয়কর ও ভ্যাট সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের নিকট হতে আদায় পূর্বক সরকারী হিসাবে জমাদান করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ১৩ঃ বর্ধিত সময়ে (৩য় বার) অবশিষ্ট কাজ সম্পন্ন করতে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও এলডি কর্তন না করায় ক্ষতি মার্কিন ডলার ৭৭ লক্ষ।

বিষয়বস্তুঃ

- ✓ জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানী লিঃ কর্তৃক বাস্তবায়িত মধ্যপাড়া কঠিন শিলা খনি প্রকল্পের ২০০৪-২০০৫ অর্থ বছরের হিসাব ১১-৭-০৬ হতে ২০-৭-০৬ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর অডিটকালে দেখা যায় যে,
- ✓ টার্নকী ভিত্তিতে মধ্যপাড়া কঠিন শিলা আহরণের কাজের জন্য ঠিকাদারকে ২৭-৩-১৯৯৪ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয় এবং কাজ সমাপ্তির তারিখ ছিল জুন/২০০১। কিন্তু যথা সময়ে ঠিকাদার কাজ সমাপ্ত করতে ব্যর্থ হয়।
- ✓ পরবর্তীতে ডিসেম্বর/২০০১ পর্যন্ত সময় বর্ধন করা হয়। কিন্তু ঠিকাদার তখনও কাজ সমাপ্ত করতে ব্যর্থ হয়।
- ✓ ৩০-১২-০৪ তারিখে একটি সাইড লেটার এগ্রিমেন্ট স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত চুক্তি অনুযায়ী ২৮-২-২০০৫ তারিখ পর্যন্ত সময় বর্ধন করা হয়। কিন্তু ঠিকাদার তারপরও কাজ করতে ব্যর্থ হয়।
- ✓ উপরোক্ত চুক্তি পত্রের শর্ত (অনুঃ ৮.৪) অনুযায়ী ২৮-২-২০০৫ তারিখের মধ্যে যদি ঠিকাদার অবশিষ্ট কাজ করতে ব্যর্থ হয় তাহলে ঠিকাদারের নিকট হতে চুক্তি মূল্যের (ইউএস ডলার ১৩৪,০০৩,৯০০/-) শতকরা ১৬ ভাগের ০.৫% সমহারে এলডি কর্তন করা হবে।
- ✓ ঠিকাদার ২০-০৭-২০০৬ তারিখ পর্যু কাজ সমাপ্ত করতে ব্যর্থ হয়েছে। তাই জরিমানা বাবদ ইউএস ডলার ৭৭,১৮,৬২৪.৬৪ (১৩৪,০০৩,৯০০ × ১৬% × ০.৫% × ৭২ সপ্তাহ) আদায়যোগ্য। কিন্তু কর্তৃপক্ষ জরিমানার অর্থ আদায় না করায় প্রকল্পের ক্ষতি হয়েছে (বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট-১১)।
- ✓ উক্ত সময়ে জনাব এ কে ফজলুল হক প্রকল্প পরিচালক জানুয়ারী-২০০৫ এবং জনাব এম এ রয়েস সিদ্দিক ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রকল্প পরিচালক এর দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাব ঃ

- ✓ প্রকল্প কর্তৃপক্ষের ১৪/৬/০৭ তারিখের জবাবের প্রেক্ষিতে মন্ত্রণালয় অর্থ আদায় এর নির্দেশ প্রদান করে।

অডিটের মন্তব্য ঃ

- ✓ ঠিকাদার কর্তৃক যথাসময়ে প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করতে ব্যর্থ হয়েছে। তাই এলডি'র অর্থ আদায় না হওয়ায় ক্ষতি সাধন করা হয়েছে।

অডিটের সুপারিশঃ

- ✓ চুক্তি অনুযায়ী ঠিকাদার এর নিকট হতে জরিমানা আদায় করে সরকারী কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

২৬/৪/১৪১৫ বঙ্গাব্দ
তারিখ--~~১০/৮/২০০৮~~-- খ্রিষ্টাব্দ

স্বাক্ষরিত
(মোহাম্মদ জাকির হোসেন)
মহাপরিচালক
বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর
ঢাকা।

বাঃসঃমুঃ-২০০৮/০৯-২০২০কম/এ-৭০০ বই, ২০০৮।